



178524 - জবাই করার আগে কোরবানির পশু মারা গলে কৈ হুকুম

প্রশ্ন

প্রশ্ন: এ বছর ইসলামি সংস্থার পরিচালনাধীন মসজিদে মাধ্যমে আমি কোরবানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অন্য ছয়জনকে সাথে আমি একটি গরুর ভাগে অংশীদার হয়েছি। ইসলামি সংস্থাকে ২০০০ পাউন্ড মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। তারা কোরবানির পশু ক্রয় করছেন। ৫ জন, ৬ জন বা ৭ জনের জোটবদ্ধ গ্রুপের সদস্য সংখ্যা অনুপাতে তারা প্রত্যেকে গ্রুপের জন্য কোরবানির পশু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু, ঈদে দিনি ফজরে এক ঘণ্টা পূর্বে আমার কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট গরুটি মারা গেছে। আমি কোন অর্থ ফেরত পাইনি। কেননা আমি কোরবানির পশু ক্রয় করছি। কনের পর ফজরে পূর্বে পশুটি মারা গেছে। আমি অন্য একটি কোরবানির পশু সন্ধান করে শেষে ১০০০ পাউন্ড দিয়ে একটি ভেড়া জবাই করছি। প্রশ্ন হচ্ছে; প্রথমত: এমতাবস্থায় কি করা সঠিক ওয়াজবি ছিল। দ্বিতীয়ত: এ ধরণের বঞ্চার শিকার হওয়া কি আমার গুনাহের প্রতীক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

১। কটে যদি কোন একটি পশুকে কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট করেন, এরপর কোন অবহলো না করা সত্ত্বেও সে পশুটি মারা যায় সেক্ষেত্রে আপনার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনি’ গ্রন্থে (৯/৩৫৩) বলেন:

“যদি কোন অবহলো ব্যতিক্রমে তার হাত থেকে কোরবানির পশুটি ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা চুরি হয়ে যায় কিংবা হারিয়ে যায় সেক্ষেত্রে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কেননা পশুটি তার হাতে আমানত। যদি তার অবহলো না থাকে সেক্ষেত্রে গচ্ছতি-রাখা সম্পদের মত তাকে এটার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না”। [সমাপ্ত] [আরও দেখুন: মরিদাওয়াই এর ‘আল-ইনসাফ’ (৪/৭১)]

২। যদি সে ব্যক্তি নিজের এটাকে ধ্বংস করে থাকে কিংবা অন্য কটে ধ্বংস করে থাকে তাহলে যে ব্যক্তি ধ্বংসের কারণে এর মূল্য কিংবা সমমানের পশু ক্ষতিপূরণ দাবে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনি’ গ্রন্থে (৯/৩৫২) বলেন:



“যদি কটে কোন ওয়াজবি কেরবানরি পশু ধ্বংস করে তাহলে তাকে মূল্য জরমিনা দিতে হবে। কেননা পশু এমন শ্রণীর যটোর মূল্য-অনুমানযোগ্য। যদেনি পশুটিকে ধ্বংস করেছে সেই দিনেরে মূল্য ধ্বংস হবে”।

এ বিষয়টি যখন পরষিকার হল: সুতরাং আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়। কেননা আপনি নিজি কেরবানরি পশুটি ধ্বংস করেনি এবং এটির সংরক্ষণে কোন অবহলো করেননি।

পরবর্তীতে আপনি কেরবানরি নয়িতে যে ভড়া জবাই করছেন সটো ভাল করছেন। আপনি ইনশাআল্লাহ্ এর জন্য সওয়াব পাবনে। কিন্তু, আপনার উপর মরে যাওয়া পশুর বদলে অন্য কোন পশু জবাই করা আবশ্যক ছিল না। কিন্তু আপনি যিহেতে করাই ফলেছেন সটো নিফল এবং আপনার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সওয়াবেরে কাজ হয়েছে, ইনশাআল্লাহ্।

আপনার কেরবানরি পশু মরে যাওয়া এমন কিছু নির্দশে করছে না যে, আপনি বিঞ্চিতি কথিবা এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনার জন্য কোন শাস্তি। বরং কে জানে হতে পারে এটি আপনার জন্য পরীক্ষা; যে পরীক্ষার জন্য আপনি সওয়াব পাবনে। নকে কাজ করার জন্য আপনি আগে যে চেষ্টা করছেন এর সাথে যোগ হয়েছে আল্লাহ্র নির্ধারতি তাকদরি অনুযায়ী আপনি মরে যাওয়া পশুটির বদলে অন্য একটি পশু কেরবানি করছেন। আল্লাহ্র চাহে তে এ আমলগুলো আপনার অতিরিক্ত নকেরি কাজ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

“কোন মানুষ যদি সুদৃঢ় সংকল্পেরে সাথে তার সাধ্যে যা কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে তা করে তাহলে শরয়িতেরে দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি পরপূর্ণ কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির সমান; পরপূর্ণ কার্য সম্পাদনকারীর সওয়াব কথিবা শাস্তি সে ব্যক্তি পাবে; এমনকি যা তার সাধ্যেরে বাইরে এর জন্যও সে ব্যক্তি সওয়াব কথিবা শাস্তি পাবে। উদাহরণস্বরূপ নকে কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতাকারী ব্যক্তিবর্গ”। [মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/৭২২-৭২৩), আরও জানতে দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া (২৩/২৩৬)]

আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনার পক্ষ থেকে এবং সকল মুসলমানেরে পক্ষ থেকে কবুল করেন।

আল্লাহ্ই ভাল জানেন।